রাজীব গান্ধীর হত্যাকারী নলিনীর আত্মহত্যার চেষ্টা

জেলেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর হত্যাকারী নলিনী শ্রীহরণ। সোমবার গভীর রাতে জেলের মধ্যে নলিনী আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী। গত ২৯ বছর ধরে হাজতে রয়েছে নলিনী।

নলিনীর আইনজীবী জানিয়েছেন, দীর্ঘ ২৯ বছরে এই প্রথমবার নলিনী এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। নলিনীর সঙ্গে আরেকজন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সম্প্রতি ঝগড়া হয়। ঘটনাটি জেল কর্মকর্তা পর্যন্ত গড়ায়। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই নলিনী আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

রাজীব গান্ধী হত্যা মামলায় নলিনীর স্বামী মুরুগনও জেল খাটছে। সে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে, নলিনীকে অন্য জেলে স্থানান্তরিত করা হোক। বর্তমানে নলিনী ভেলোর জেলে রয়েছে।

রাজীব গান্ধি হত্যা মামলায় নলিনী-সহ ৭ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ১৯৯১ সালের ২১ মে শ্রীরুম্বুদুরে একটি নির্বাচনী জনসভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধিকে হত্যা করে এলটিটিই-র এক আত্মঘাতী জঙ্গি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আরও ৪১ জনের মৃত্যু

বাংলাদেশে মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এতে করোনা মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল দুই হাজার ৭০৯ জনে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস বিষয়ক নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এসব তথ্য জানান অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে করোনায়। দুই বিভাগেই ১৫ জন করে মোট ৩০ জন মারা গেছেন। দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৫৭ জন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

নবীনগর-খালপাড়ার সড়কটির বেহাল দশা কাটবে কবে ?

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের ভারত সীমান্তবর্তী নবীনগর ও খালপাড়া গ্রামে ঢোকার তিন কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। বর্ষা মৌসুমে হাঁটুসম কাদাপানি মাড়িয়ে চলতে হয় গ্রামবাসীকে। এ পথ দিয়ে কোন যানবাহন চলাচল করা দূরের কথা খালি পায়ে হেটে চলাচল করাই মুশকিল। সম্প্রতি এই রাস্তাটির ১হাজার ৫শ মিটার পাকা করণের জন্য ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকার টেণ্ডার পাস হয়েছে।

মেহেরপুরের খান এন্টারপ্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজটি পেয়েছে। গত মার্চ মাসে টেণ্ডার হলেও এখনও পর্যন্ত কাজ শুরু করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি। ঠিকাদার আসলাম খান পিন্টু জানান, বর্ষা মৌসুম বলে কাজ শুরু করা হয়নি। বর্ষার প্রকোপ কমে গেলে মাস খানেকের ভিতর কাজ শুরু হবে।

রাস্তার বেহালদশার কারণে গ্রামের তরুণ-তরুণীদের বিয়েও ভেঙে যাচ্ছে। অন্য এলাকার আত্মীয়স্বজনেরাও গ্রাম দুটিতে বসবাসরত তাদের আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যায় না। ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে গ্রামটির বাসিন্দারা।

সরেজমিনে দেখা গেছে, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) পুরোনো

কার্যালয় থেকে সোজা পথ পেরিয়ে সীমান্তের ১১৫/১১৬ নম্বর মেইন পিলারের কাছাকাছি খালপাড়া নবীনগর গ্রামের অবস্থান। গ্রামের পরই ভারতের শাহপুর গ্রাম। গ্রামটিতে ঢোকার জন্য তিন কিলোমিটার দীর্ঘ চওড়া রাস্তা রয়েছে। কিন্তু রাস্তাটি চলাচলের অনুপযোগী। বিভিন্ন সময় জনপ্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবায়নে তেমন কোন উদ্যোগ নেই। ৩৭ পরিবারের ১৩৮ ভোটারের দীর্ঘদিনের অবহেলিত এই ছোট গ্রামবাসীর পাকা রাস্তা দিয়ে গ্রামে প্রবেশ যেন সপ্নের মতো।

নবীনগর বাসী আজিজুল হক জানান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকার কারণে ডেলিভারি রোগীসহ যে কোনো সমস্যা হলে প্রয়োজনে আমরা হাসপাতালে যেতে পারি না, এছাড়াও এই মাঠে ফসল উৎপাদন করে ঠিকমতো বাসায় পৌঁছাতে পারি না, যদিও পৌঁছাতে পারি তুলনামূলক গাড়ি ভাড়া অনেক বেশি লাগে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগের বিকল্প কোন রাস্তা নাই, একটি মাত্র রাস্তা তাও আবার বেহাল দশা।

অপর এক বাসীন্দা সেলিম জানান, রাস্তার এ বেহাল দশার কারণে আমরা ঠিকমতো চাষাবাদ করতে পারি না। এ বছর বর্ষায় আমরা যারা পাট চাষ করেছি, পাট চাষের খরচের তুলনায় পরিবহন খরচ বেশি হয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছর ধানের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। ভোটের আগে মেম্বার, চেয়ারম্যান প্রার্থীরা রাস্তা করে দেওয়ার আশ্বাস দেয় কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর বাস্তব ফল পাওয়া যায় না। শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পার্শ্ববর্তী গ্রাম নবীনগরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা, চিকিৎসা সবদিক থেকে বঞ্চিত। যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হয় তাহলে এখান কার ছেলেমেয়েগুলো উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে। এই নবীনগরে কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসার অভাবে অকাল মৃত্যু হয়। সরকার যদি আমাদের দিকে সুদৃষ্টি দেয় তাহলে আমরা অনেক উপকৃত হব।

নবীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম জানান, এই নবীনগর গ্রামের অনেকগুলো সমস্যা তার মধ্যে প্রধান সমস্যা যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, চিকিৎসা। যে সকল ছেলে মেয়ে প্রাথমিক শেষ করে মাধ্যমিকে পড়াশোনা করে নিজ গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকায় অন্য গ্রামে স্কুলে পড়াশোনা করে। কিন্তু বছর ঘুরে বর্ষা শুরু হলে কাদা পানির ভিতর দিয়ে প্রায় ২-৩ কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয় না বিধায় প্রায় ছয় মাস স্কুলে যেতে পারে না। এছাড়াও স্বাস্থ্যসুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। বর্ষার সময় যদি কেউ অসুস্থ হয়, জরুরী প্রয়োজনে হাসপাতালে নিতে

হলে তাকে খাটুলী করে কাদা পানির রাস্তা পার করতে হয়। তিনি আরও বলেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর কাছে বিশেষ অনুরোধ করব, যাতে খুব শীঘ্রই রাস্তার কাজটা সম্পূর্ণ করা হয়।

২নং বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো: শাহ্জাহান মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, এলজিইডি অফিস থেকে তথ্য পেয়েছি বাড়িবাঁকা-নবীনগর ৩ কিলোমিটার রাস্তার ১৫০০ মিটার টেণ্ডার পাস হয়েছে। উক্ত রাস্তার ঠিকাদার নিযুক্ত হয়েছেন আসলাম খান পিন্টু। বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আশ্বাস দিয়েছেন অবশিষ্ট অংশটুকু আগামী অর্থবছরে সম্পন্ন করা হবে। আমি আশা রাখছি এই সড়কের কাজ সম্পন্ন হলে বাড়িবাঁকা, নবীনগর চাষীরা তাদের কৃষি পণ্য শহরে নিতে পারবে এবং ন্যায্য মূল্য পাবে।

রাস্তার নির্মাণের কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে জানতে চাইলে মেহেরপুর এলজিইডি’র উপ সহকারী প্রকৌশলী আব্দুর রহমান চৌধুরী বলেন, ১৯-২০ অর্থ বছরের মার্চ মাসে এটি টেণ্ডার হয়। বর্ষা সিজনের কারণে কাজ শুরু করা যায়নি। তবে খুব শিঘ্রই কাজ শুরু হবে।

জীবননগরে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের মধ্যে মাস্ক বিতরণ

জীবননগরে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় সেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ এ্যাসেম্বলির উদ্যোগে এবং জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজের সার্বিক সহযোগিতায় জীবননগর শহরের ভ্যান চালক,ব্যবসায়ী এবং গনপরিবহনের সকল যাত্রীদের মাঝে এ মাস্ক বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজ ,জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,জীবননগর থানার ওসি তদন্ত ফৈরদৌস ওয়াহিদ,সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েন, ইয়ুথ এ্যাসেম্বলি জীবননগর উপজেলার

আহবায়ক মিঠুন মাহমুদ,সমন্বকারী আশাদুজ্জামান লিটন,লোকমোর্চার উপজেলা সমন্বকারী সজল হোসেন,ইয়ুথ এ্যাসেম্বলির সদস্য রাজিব হোসেন,নিশান,তুহিন মিয়া,সম্রাট,লাবনী,প্রান্তি ,ঐশ^র্য সাহা,সাদিয়া,স্বর্ণা,তমাসহ সকল সদস্যগন উপস্থিত ছিলেন।

আজ থেকে মুজিবনগরে মৎস্য সপ্তাহ শুরু

সারাদেশের ন্যায় মুজিবনগরেও আজ থেকে মৎস্য সপ্তাহ শুরু হয়েছে। মৎস্য সপ্তাহের এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো

” মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করি,সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ি”

আজ ২১ জুলাই থেকে আগামী ২৭ জুলাই প্রযন্ত এ মৎস্য সপ্তাহ চলবে। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ -২০২০ উপলক্ষে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যলয়ের বাস্তবায়নে ও উপজেলা প্রশাসনের সহোযোগীতায় আজ মঙ্গলবার সকালে ১ম দিনের কর্মসূচীর অংশ হিসাবে মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে মাইকিং ও প্রচারণা শুরু হয়েছে।

আগামী দিনগুলোতে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে মৎস্য মন্ত্রনালয়ের গৃহীত কর্মসূচির আলোকে মুজিবনগর উপজেলায় সকল কার্যক্রম সফল করবে বলে জানিয়েছেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম।

করোনায় মৃত ডা. রুমির স্ত্রী- সন্তানও করোনা আক্রান্ত

মুজিবনগরে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ডাক্তার রুমির স্ত্রী মুসলিমা সোহেলি সেতু (৪২) ও সন্তান রাফসান রাইহান(১৪)করোনা

আক্রন্ত হয়েছে।
সোমবার রাত দশটার দিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রেজওয়ান আহম্মেদ মুঠোফোনের মাধ্যেমে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
ডা. রেজওয়ান আহম্মেদ জানান, ডা. রুমি মারা যাওয়ার পরের দিন তার স্ত্রী-সন্তান সহ একই পরিবারের মোট ৮ জনের নমুনা কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আজ রাতে সেগুলোর রিপোর্ট আসলে দুইজনের করোনা পজেটিভ আসে।করোনা পজেটিভের খবর পাওয়ার সাথে সাথে সেখানে স্বাস্থবিভাগের একটি টিম পাঠানো হয়েছে। তাদের বাড়ি লকডাউনের প্রস্তুতি চলছে।
উল্যেখ্য, ডা, রুমি চলতি মাসের ৪ তারিখে করোনায় আক্রান্ত হলে পরদিন ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।সেখানে তিনি কয়েকদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে তার অবস্হার অবনতি ঘটলে ৮ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের আইসিইউতে নেওয়া হয় । প্রায় ১৩ দিনের মাথায় তিনি গত ১৭ তারিখ ভোররাতে মৃত্যুবরন করেন।

মেহেরপুরে আরো ৪ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর হাসপাতাল পাড়ার রফিকুল ইসলাম, সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের সফিউল ইসলাম, মুজিবনগরের দারিয়াপুর গ্রামের মুসলিমা সোহেলী সেতু ও একই পরিবারের রাফসান রাইহান।

এ নিয়ে জেলায় ১৩৭ (সদর- ৭১, গাংনী -৫১, মুজিবনগর -১৫) জন করোনায় আক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে ৭৭ জন সুস্থ হয়েছেন, ৭ জন মারা গেছেন। ১৩ জনকে রেফার্ড করা হয়েছে।

বর্তমানে পজেটিভ সংখ্যা ৪০ জন চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, সোমবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ২৬টি রিপোট এসেছে। তার মধ্যে ৪টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত রিপোট এসেছে ২২৪৮টি।

এপেক্স ক্লাব অব কুষ্টিয়ার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নানান আয়োজন

আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এপেক্স ক্লাব অব বাংলাদেশ তার গৌরবের নিয়মিত পথ চলার ৬০ বছরে পদার্পণ করেছে। ১৯৬১ সালের এই দিনে এপেক্স অস্ট্রেলিয়ার জোন ১০ এর অধীন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী এপেক্স ক্লাবের সহযোগিতায় ঢাকার শাহবাগ হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে এপেক্স আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। দেখতে দেখতে এপেক্স ক্লাব অব বাংলাদেশ ৫৯টি বছর পার করে ৬০ বছরে পা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এই উপলক্ষে এপেক্স ক্লাব অব কুষ্টিয়ার পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপন, মাস্ক বিতরণ ও দোয়া মোনাজাতের মধ্য দিয়ে এবারের কর্মসুচী সম্পন্ন করেছে।

এছাড়াও সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ক্লাবের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপন শেষে করোনা ভাইরাসের বিষয়ে জনসচেতনতার অংশ হিসেবে শহরের বিভিন্ন এলাকায় মানুষের মধ্যে মাস্ক বিতরণ শেষে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা এবং এপেক্স বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ ও সফলতা কামনা করে এপেক্সিয়ানরা যেন সেবা, সৌন্দর্য ও সুনাগরিকত্বের সঠিক চর্চা করতে পারেন এবং এর কার্যক্রম যেন সর্ব সাধারণের দৌড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে পারে এই প্রত্যশা কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় ক্লাবের সভাপতি বিশিষ্ট শিল্পপতি এপেঃ আকরাম হোসেন বাবুসহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

এপেক্স ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সভাপতি এপেঃ আকরাম হোসেন বাবু বলেন, হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলা এই ৫৯টি বছর এপেক্স আন্দোলনের জন্য কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ছিল অনেক বন্ধুর পথ। আর বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের স্বল্পন্নত একটি দেশে নিজের পকেটের টাকা খরচ করে একটি সংগঠনকে ৬০ বছর ধরে রাখা মোটেই সহজ

কাজ ছিল না।

এই কঠিন কাজটি সহজ হয়েছে, এদেশের কিছু উদ্যমী,নি:স্বার্থবাদী,নির্লোভ ও পরোপকারী মানুষের সংবেদনশীল অকৃপণ সহযোগিতার মনোভাবের কারণে। তারা সেবা,সৌহার্দ্য ও সুনাগরিকত্ব এই তিনটি মোটোকে নিজেদের প্রাত্যাহিক জীবনের সাথে বিলিয়ে দিতে পেরেছেন বলেই দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও আজ এপেক্স বাংলাদেশ স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল রয়েছে।

ক্লাবের সাবেক সভাপতি আব্দুল মজিদ বলেন, প্রতি বছর এপেক্স বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ব্যাপক উৎসাহ,উদ্দিপনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হলেও এবার মহামারি করোনার কারণে সীমিত ও পরিশীলিতভাবে এপেক্সের এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনটি উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এপেক্স বাংলাদেশ। এবার আমরা এপেক্স ক্লাব অব কুষ্টিয়ার পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনটি উদযাপন করতে বৃক্ষরোপন কর্মসুচী, বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ ও দোয়া মোনাজাতের মধ্য দিয়ে এবারের কর্মসুচী সম্পন্ন করেছে।

কোরবানি কে সামনে রেখে গাংনীতে বেড়েছে খাইট্টা বিক্রি

কোরবানির মাংস কাটার জন্য অনুসঙ্গর মধ্যে অন্যতম একটির নাম খাইট্টা। কেই বলে ধারা কেউ বলে পাটী। মাংস পাইট বা চুরানোর জন্য এটি ছাড়া চলেই না। তাইতো যারা কোরবানী করবেন তারা আগে ভাগেই কিনছেন এ অনুসঙ্গটি। বেচা বিক্রিও বেড়েছে বেশ।

খাইট্টা বিক্রেতা বিল্লাল হোসেন জানান, একটা খাইট্টা অনেক দিন চলে। সব সময় এটি বিক্রি হয় না। স্থানীয় কসাইরা কিনে নেন। কিন্তু কোরবানীর ঈদ এলেই চাহিদা বেশী। কাঠ ভেদে খাইট্টার দাম ভিন্ন ভিন্ন। বাবলা কিংবা তেতুঁল কাঠের বড় খাইট্টার দাম একহাজার টাকা, মাঝারী ৭০০টাকা ও ছোট ৫০০ টাকা। গত এক সপ্তাহে তিনি ১২০ টি খাইট্টা বিক্রি করেছেন।

বামন্দি বাজারের খাইট্টা বিক্রেতা হবিবর জানান, এটা সিজিনাল ব্যবসা। যেহেতু ‘স’ মিল আছে বাড়ির পাশে সেহেতু মাঝে মধ্যে গাছের কাণ্ড কেটে এ খাইট্টা তৈরী করে রাখা হয়। অন্যসময় দু একটা বিক্রি হলেও বছরের এ সময় বিক্রি বেশী। গত ১০ দিনে দেড়শ’টি খাইট্টা বিক্রি করেছেন তিনি।

তিনি আরো জানান, যারা কোরবানী করেন তারা যদি খাইট্টা ধুয়ে মুছে যত্ন করে রাখেন তাহলে এটি আর কেনা লাগে না। একটা খাইট্টা অনেক বছর কাজে লাগানো যায়। কিন্তু ৫/৭ জন মিলে কোরবানী করায় এটার যত্ন কেউ করে না। ফলে বছর বছর খাইট্টা কিনতে হয় তাদের।

কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণে লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ বিসিকের

আসন্ন ঈদুল আজহায় কোরবানির পশুর চামড়া সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ডিলার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে ইতিমধ্যে বিসিকের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিকভাবে কারখানা চালু রেখে লবণ প্রক্রিয়াজাত করে ডিলার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে সরবরাহ অব্যাহত রাখতে লবণ মিল মালিকদের দাপ্তরিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ডিলার/পাইকারী বিক্রেতা পর্যায়ে পর্যাপ্ত লবণ মজুদ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বিসিকের জেলা কার্যালয়গুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বিসিক কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বিসিকের জেলা কার্যালয়গুলো সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা ও উপজেলাভিত্তিক ডিলার ও পাইকারী লবণ বিক্রেতাদের তালিকা প্রণয়নের

কাজ চূড়ান্ত করছে। এটি প্রণয়ন সম্পন্ন হলে বিভিন্ন এতিমখানা, ইউনিয়ন পরিষদসহ কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে তালিকা সরবরাহ করা হবে।

এছাড়া, ঈদুল আজহাকেন্দ্রীক লবণ সরবরাহ পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক তদারকি করতে লবণ জোনগুলোতে অবস্থিত বিসিক কার্যালয়, বিসিকের আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ে পৃথক মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ সকল কমিটি মাঠ পর্যায়ে লবণের মজুদ, চলাচল ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিত সংগ্রহ ও মনিটরিং করছে।

বিসিক জানিয়েছে, বর্তমানে লবণ মাঠে ১০ লাখ ৯৩ হাজার মেট্রিক টন এবং লবণ মিলগুলোতে ১ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টনসহ দেশে ভোজ্য ও শিল্প লবণের মোট মজুদের পরিমাণ ১২ লাখ ৭৩ হাজার মেট্রিক টন। এছাড়া, দেশের সকল জেলায় অবস্থিত ডিলার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ মজুদ রয়েছে।

আসন্ন ঈদুল আজহার সময় দেশব্যাপী মোট লবণের চাহিদা কম-বেশি ১ লাখ মেট্রিক টন। বর্তমান মজুদ দিয়েই ঈদুল আজহাসহ আগামী ৭ থেকে ৮ মাসের লবণের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, অগামী নভেম্বর, ২০২০ হতে লবণ উৎপাদনের নতুন মওসুম শুরু হবে। ফলে এ বছর লবণের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে বলে বিসিক জানিয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন